ISSN 2320-9488

অসময়ের নাট্যভাবনা

গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র

নটীকথা

CS CamScanner

বর্ষ ২০ সংখ্যা ১ | আমরা তোয়াজ করি না, তর্ক তুলি | জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩

গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র

অসময়ের

নাট্যভাবনা

সৃষ্টি ও সংগ্রামের ২০ বছর

লক্ষ্যভেদী থিয়েটার

সম্পাদক

রঞ্জন দত্তগুপ্ত

অতিথি সম্পাদক

ড. অয়ন্তিকা ঘোষ

সহযোগী

বাবলু চৌধুরী। সৌমেন পাল। সৌমেন দাস।

পৃষ্ঠপোষক

অনীত রায়। পরিতোষ রায়। রথীন চক্রবর্তী। তন্দ্রা চক্রবর্তী

সম্রাট মুখোপাধ্যায়। দেবাশিস সরকার

প্রচ্ছদ : ড. জয়তী ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস : অমিতা ঘোষ

বিনিময় : ৩০ টাকা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও যাবতীয় পত্রালাপ

২৮, নীলকমল কুণ্ডু লেন। শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২

দূরভাষ : ৯৮৩০৩০৪২৭২ (মোবাইল)

e-mail : asamayer_natyabhabana@rediffmail.com

মুদ্রক : বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা: লি., ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪

Issues of 2012-13 are financially supported by Sangeet Natak Academy

২০১২-১৩ সালের সংখ্যাগুলি সংগীত নাটক আকাদেমির আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত

রঞ্জন দত্তগুপ্ত কর্তৃক ২৮, নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২ থেকে সম্পাদিত, প্রকাশিত এবং তৎ কর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি., ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৫

প্রবন্ধ

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের সংগ্রামী জীবন ॥ জয়তী ঘোষ ॥ ৭

নারীর নির্দেশনা ও বাঙালীর থিয়েটার ॥ শম্পা ভট্টাচার্য ॥ ১৯

যে জন আছে পিছনে ॥ সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় ॥ ২৩

অভিনেত্রীদের অসমাপ্ত জীবন ॥ সুস্মিতা ভট্টাচার্য ॥ ২৭

নাটক

তোমার নাম (একাঙ্ক) ॥ স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ॥ ৩১

ভূত-ভবিষ্যৎ (শ্রুতি) ॥ ঊর্মিমালা বসু ॥ ৩৭

ব্রতীনবাবু কোথায় যান... (একাঙ্ক) ॥ বাণী দাস ॥ ৪৩

Mr. X (একাঙ্ক) ॥ রুনু মুখোপাধ্যায় ॥ ৫৭

এক চিলতে প্রাণ (শ্রুতি) ॥ বনানী মুখোপাধ্যায় ॥ ৬৮

নাট্য সমালোচনা

ঊষা গাঙ্গুলীর 'মুক্তি' ॥ রুমা ঘোষ ॥ ৭৩

শাঁওলী মিত্রের 'রাজনৈতিক হত্যা' ॥ সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৭৫

সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের 'পারুল বনে রবি' ॥ গোপা নন্দী ॥ ৭৭

অর্পিতা ঘোষের 'অচলায়তন' ॥ সরিতা নিয়োগী ॥ ৭৯

গ্রন্থ সমালোচনা

বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রী : সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা ॥ কমলিকা চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮১

দশটি নাটক ॥ তন্বী বিশ্বাস ॥ ৮৪

টুকরো খবর ॥ ৮৬

CamScanner

সম্পাদকীয়

নটীকথা

'মেয়ে' বা 'নারী' বললেই ছোটবেলা থেকে কতগুলো ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে— আমার ন্যাকড়ার তৈরি মেয়েপুতুলটা যার সঙ্গে গোলমরিচ আর কড়াইশুঁটি দিয়ে রান্নাবাটি খেলতাম; গাছের তলায় এলিয়ে থাকা সুন্দরী, কোঁচকানো চুল শকুন্তলা হরিণ নিয়ে খেলছে, ভ্রমর দেখে ভয় পাচ্ছে, একা-একা স্বামীর কাছে যাচ্ছে একথা বলতে যে এইতো তোমার আমি, আমাকে গ্রহণ করো— আমার কৈশোরের বইয়ের উজ্জ্বল নায়িকা; আটের দশকে মধ্যবিত্ত সংসারে হঠাৎ আসা চারকোণা বাক্স, দূরদর্শন... সাদা-কালো চুলের এক ব্যক্তিত্বময়ী দুঁদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেন প্রধানমন্ত্রী; অন্যদিকে ছোট একটা ঘরে আমার জন্মদাত্রী— রান্না করছে, ছাত্র পড়াচ্ছে, পাড়ায় নাটক করাচ্ছে, নিজে অভিনয় করছে, নাট্যদলের পোশাক সেলাই করছে, সব্বাইকে বকাবকি করছে আবার ৭৮ সালের বন্যায় অনেক রাত পর্যন্ত বাবার কোনও খবর না পেয়ে ঘুমন্ত আমিকে না বিরক্ত করেই একা একা চোখের জল ফেলছে। এই পরপর ছবিগুলো দেখতে দেখতে কখন যে পশ্চিমবাংলার মঞ্চে মঞ্চে ঘুরে নাটকের সঙ্গে ঘর-গেরস্থালী হয়ে গেল জানিনা। এখন আর তেমন নাটক করতে পারিনা, তাই নাটক দেখি, নাটক পড়ি, নাটক নিয়ে লিখি, মেয়েকে নাটকে ঠেলে দিই আর মনে মনে নাটক আঁকি। তাই বোধহয়, কুড়িবছর ধরে চলে আসা এমন একটা জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদক রঙ্গান দত্তগুপ্ত, বাবার বন্ধু হলেও আমার রঙ্গানদা নতুন একটা কাজে আমায় ঠেলে দিল। নারীকেন্দ্রিক সংখ্যা, তাই পত্রিকা সম্পাদক-ও নারী, কিন্তু আমি কেন তা আমি জানিনা। কাজ পেয়েছি, করতে হবে, ভালো লাগল, তাই করলাম। জানতে পারলাম যে বিশবছর আগে প্রয়াত নাট্যকার নির্দেশক অচিন্ত্য চৌধুরী সংখ্যা দিয়ে 'অসময়ের নাট্যভাবনা' পত্রিকার পথচলা শুরু। সেই কবে থেকে প্রত্যেকটা সংখ্যা বাড়িতে আসে, মন দিয়ে পড়ি কিন্তু নাটকের মতো এমনতরো যৌথশিল্পের মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদ... নাঃ, এমনটাতো ভেবে দেখিনি। ভাবতে যখন বসলাম মনে পড়ল, এই পত্রিকাতেই বহুবছর আগে কেতকী দত্তের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে তিনি বলেছিলেন— 'আমি পাবলিক থিয়েটারের মেয়ে, কিন্তু সেখানে বঞ্চিত'; থিয়েটারের মেয়েরা বঞ্চনার শিকার কেন সেটা তখন বুঝিনি তেমন হয়তো। তবে এখন বুঝি। সেই বঞ্চনার ইতিহাস সত্ত্বেও নির্দেশক, অভিনেত্রী হিসেবে নারীর সদর্থক ভূমিকা কতটুকু— প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাতটা জরুরি বলে মনে হল। নারী নেপথ্যকর্মীর ভূমিকাও তো কম নয়... তাই এ বিষয়েও ভবিষ্যতের চিন্তা উসকে দিলাম। মঞ্চ এবং শ্রাব্য— দুই মাধ্যমেই নারী নাটককার সংখ্যায় বাড়ছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথিতযশা নারীব্যক্তিত্বদের নাটক-ও আবদারে পেয়েই গেলাম। নাট্যসমালোচক হিসেবে নারীদের ভূমিকাটিও বেশ উজ্জ্বল। তাই এমনকিছু প্রযোজনার কথা ভাবা হল, যার নির্দেশক শুধুমাত্র নারীরা। টুকরো কথায় শহরের বাইরের ছবিটা দিতে না পারার অপারগতা রইল। 'পুতুলজীবন বহন করিবার জন্য' নারীদের জন্ম নয়; তবু জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকে নটী, নানান ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। 'নটীকথা' সংখ্যা সকলের চোখে পড়লে পরিশ্রম সার্থক হবে।

অয়ন্তিকা ঘোষ

CamScanner